মুজিবনগর হানাদার মুক্ত দিবস পালন

বিজয়ের এই মাসে ঐতিহাসিক ৬ই ডিসেম্বর মুজিবনগর হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে হানাদার পাক বাহিনী মুজিবনগর থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হয় মুক্ত হয় মুজিবনগর। মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করেছে।মুজিবনগর

হালদার মুক্ত দিবস পালন উপলক্ষে সকাল দশটার সময় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং স্মৃতিসৌধের পাদদেশে জাতীয় সংগীতেরে তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে ৬ই ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত দিবসের স্মৃতিচারণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) মিজানুর রহমান, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্র সমন্বয়ক শাওন, মুজিবনগর উপজেলা সাবেক ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তাযোদ্ধা আলী হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আয়ুব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি কমান্ড মোখলেছুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড।

মেহেরপুরে আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

এসো জ্ঞানের আশায় ফিরে যাও দেশের সেবাই,পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) সকাল দশটার সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজের সামনে ডা: আব্দুল সালাম ক্লিনিকে (পুরাতন) অবস্থিত মেহেরপুর আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসা এ অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করে।

মেহেরপুরে আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার পরিচালক ডা: আব্দুল সালাম সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ তাজউদ্দীন খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসা উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মাহবুব উল আলম, আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার উপদেষ্টা ইকবাল হোসাইন,

অভিভাবক সমাবেশ স্বাগত বক্তব্য রাখেন আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সোহেল রানা।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলারসহ শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল।

এর পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সভাকক্ষে আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম,বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইলিয়াস হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনসারুল হক প্রমুখ।

আজ ৬ ডিসেম্বর, মেহেরপুর মুক্ত দিবস

আজ শুক্রবার (৬ডিসেম্বর) স্বাধীনতার সূতিকাগার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাক হানাদার বাহিনীর দখল মুক্ত হয়েছিল স্বাধীনতারআঁতুড়ঘর ঐতিহাসিক মেহেরপুর জেলা। মুক্তিযোদ্ধাদেরগেরিলা হামলায় পিছুহাঁটা পাক হানাদার বাহিনীর শেষ দলটি ৫ ডিসেম্বর বিকেল থেকেগোপনে মেহেরপুর ছাঁড়তে থাকে। পরের দিন ৬ ডিসেম্বর মেহেরপুর জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

এরআগে ২ ডিসেম্বর, জেলার গাংনী উপজেলা পাক হানাদার মুক্ত হলে শিকারপুরে (ভারত) অবস্থিতমুক্তি বাহিনীর অ্যাকশন ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক (এসডিও)তৌফিক ইলাহী চৌধুরী হাটবোয়ালিয়ায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন। মিত্রবাহিনীও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিতভাবে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করেন। সীমান্তে পাকবাহিনীরস্থাপন করা অসংখ্য মাইন অপসারণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পুরোপুরিভাবে হানাদার মুক্ত হয় ৬ডিসেম্বর।

ওই দিন মেহেপুরের জনসাধারণ এবং আপামর মুক্তিযোদ্ধারা সর্বস্তরের লোক একযোগে রাস্তায় নেমে আনন্দ-উল্লাসকরেন। এর আগে, তৎকালিন সময়ে ছাত্র-জনতা, আনসার-মুজাহিদদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মুজিবনগর আম্রকাননে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথমসরকার শপথ গ্রহন করে।

গাংনী হানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আলোচনা সভা

শহীদদের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার গাংনী মুক্ত দিবস পালন করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার জন্য একটি গৌরবময় দিন। এই দিনে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা হামলা চালিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর সদস্যদের গাংনী উপজেলা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল সাড়ে ১০টায় গাংনী উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

পতাকা উত্তোলন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার শামসুল আলম সোনা প্রমুখ। পরে মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আয়োজিত আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল। এসময় বক্তব্য রাখেন, বীরমুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান, হিসাব উদ্দীন মাস্টার, ইদ্রিস হোসেন, রায়হানুল কবীর, আলী হোসেন, গুরুদাশ হালদার, আব্দুর রউফ, আবুল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান প্রজন্ম কমান্ডের গাংনী শাখার আহবায়ক কামরুজ্জামান প্রমুখ। এর আগে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স চত্তরে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের। কোনোভাবেই ইতিহাস যাতে বিকৃতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা বলেন, ১৯৭১ এর ৫ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পগুলোতে একযোগে হামলার পরিকল্পনা করেন। সে অনুযায়ী ৫ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা কড়ুইগাছি, রাইপুর-শিমুলতলা, কুঞ্জনগর, ঝোড়পাড়া, শহড়াবাড়িসহ কয়েকটি গ্রাম থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গাংনী বাজারে রওনা হয়ে গোপালনগরে একত্র হন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পে একযোগে অভিযান চালান। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যরা কুষ্টিয়া রওনা হওয়ার পথে শুকুরকান্দির এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের অপর একটি দল তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া হয়ে পালিয়ে যায়। এভাবেই গাংনী উপজেলা হানাদারমুক্ত হয়।

মেহেরপুরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া উৎসব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী ২০২৪-২০২৫ এর আওতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া উৎসব ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ ডিসেম্বর) এগারোটার সময় জেলা ক্রীড়া অফিস ও জেলা স্টেডিয়ামে এ ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসার মোঃ আরিফ আহমেদ সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ পরিদর্শক মোঃ মাসুদুর রহমান, সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মোঃ মাহামুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইমদাদুল হক।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পালের সার্বিক সহযোগিতায় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ফুটবল কোর্স আব্দুল মালেক।

পরে ছেলেদের ফুটবল খেলা, ছেলেদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায়, মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা, বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা, দড়ি খেলা, মোরগ লড়াই অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অবশেষে উচ্ছেদ হলো গাংনী বাসস্ট্যান্ডের সেই যাত্রী ছাউনি ও মালেক ফল ভান্ডার

জনগনের দীর্ঘ প্রত্যাশা ও দাবীর প্রেক্ষিতে অবশেষে আইনী প্রক্রিয়া শেষে উচ্ছেদ করা হলো মেহেরপুরের গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন যাত্রী ছাউনি ও মেসার্স মালেক মিষ্টান্ন এ্যান্ড ফল ভান্ডার। একই সাথে ভাঙ্গা হয়েছে মসজিদের ওযু খানা ও পাবলিক টয়লেট। যাত্রী ছাউনি ও মেসার্স মালেক ফল ভান্ডারে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলেও গলার কাটা হয়ে দাঁড়ায় মফিজ ফল ভান্ডার নামের অপর একটি দোকান। তবে আইনী প্রক্রিয়া শেষে উক্ত দোকানটিকেও জনস্বার্থ রক্ষার্থে এবং সড়ক প্রস্বস্তকরনে অপসারণ করা হবে বলে জানান উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেয়া কর্মকর্তাবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের গাংনী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসব স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান। সড়কের পাশে অবৈধ স্থাপনার কারণে সড়ক নির্মাণ কাজের বিঘ্নিত হচ্ছিল। সড়ক ও জনপদ বিভাগের জমি উদ্ধারের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি হবে।

উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের পক্ষে সহকারী কমিশনার ও ন্র্বিাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো সাজেদুল ইসলাম, সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌলী মিজানুর রহমান, সড়ক ও জনপদ বিভাগের ন্র্বিাহী প্রোকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা

আইন শৃংখলা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেহেরপুরে দায়িত্বরত একটি টীম ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম দায়িত্ব পালন করেন।

জানাগেছে, মেহেরপুর কুস্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রস্বস্তকরন কাজ চলমান রয়েছে। গাংনী বাসস্ট্যান্ডে ফোরলেন কাজে বাধা হয়ে দাড়ায় যাত্রী ছাউনি ও জেলা পরিষদের কয়েকটি দোকান। যার মধ্যে ছিল মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার, মফিজ ফল ভান্ডার ও ততসংলগ্ন যাত্রী ছাউনি। নকশা অনুযায়ী বাসস্ট্যান্ডে কাজে গলার কাটা হয়ে দাড়ায় জেলা পরিষদের দোকানঘর ও যাত্রী ছাউনি। গাংনী বিভিন্ন পেশার মানুষ মুল নকশা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন ও যাত্রী ছাউনি ও মালেক ফল ভান্ডার উচ্ছেদের দাবীতে একাধিকবার আন্দোলন করেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিও পালন করেন গাংনী বাজারের ব্যবসায়ীসহ সাধারন মানুষ। পরে বিষয়টি গাংনী উপজেলা প্রশাসনের জনপক্ষে ভুমিকা রেখে জেলা প্রশাসনকে অবহিত করেন। জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সড়ক ও জনপদ বিভাগকে প্রয়োনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা দেন। গঠন করা হয় একটি তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটি সরেজমিন তদন্ত করেন। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দাখিলের পর উচ্ছেদের নোটিশ দেয়া হয় দোকান মালিকদের। একই সাথে নোটিশের একটি কপি টাঙ্গিয়ে অবহিত করা হয় সর্ব সাধারনকেও। সে মোতাবেক বৃহস্পতিবার উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়।

মেহেরপুরে সরকারি ভাবে ধান চাল ক্রয়ের উদ্বোধন

আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যন্তরীণ আমন ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হবে।

ধান-চাল সংগ্রহ উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (৬ ডিসেম্বর)সকাল ১০ টার দিকে সদর উপজেলা খাদ্য গুদাম ঘর চত্বরে মেহেরপুর জেলা খাদ্য বিভাগ এ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এম এম ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- সদর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) দেবদূত রায়, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, কৃষক মহিদুল ইসলাম, খুশি রাইচ মিলের সত্বাধিকারী আজিরুল ইসলাম।

কৃষক মহিদুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে খোলা বাজারেই প্রতিমণ ধান বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৩শ টাকা থেকে ১ হাজার ৪শ টাকা দরে। সরকার নির্ধারিত ধানের মূল্য ১ হাজার ৩২০ টাকা। এজন্য কৃষকরা সরকারি গুদামে ধান বিক্রি করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। সরকারি গুদামে ধান বিক্রি করলে একসাথে টাকা পাওয়া যায়। সেজন্য কিছু কৃষক সরকারি গুদামে ধান বিক্রি করে বলে তিনি বলেন। কীটনাশক, সারসহ ধান চাষে খরচ বেড়েছে। সরকরিভাবে ধানের দাম বাড়ানোর দাবি জানান তিনি।

খুশি রাইস মিলের সত্বাধিকারী আজিজুল ইসলাম বলেন, বর্তমান বাজারে ধানের বাজার দর বেশি। সরকার নির্ধারিত দামে গুদামে চাল দিলে লাভ হয় না। তিনি চালের দাম বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন। এই মৌসুমে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ চাল দেয়ার আশা প্রকাশ করেন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এম এম ইকবাল হোসেন তার বক্তব্যে বলেন-জেলায় ৪৭ টাকা কেজি দরে ১০৯৫ মেট্রিক টন চাল, ৩৩ টাকা কেজি দরে ১৯৪১ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের কার্যক্রম চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন – কৃষকের কথা বিবেচনা করে এই মৌসুমে ধান ১ টাকা এবং চালের মূল্য ২ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমঝুপি খাদ্য গোডাউন কর্মকর্তা রেবেনা পারভিনসহ কৃষক ও চালকল মালিক সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অফিস সহকারী জাহিদের স্থলে

বেতন করিয়েছেন সাবেক অধ্যক্ষর ভাগ্নের

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া কলেজের কোটি টাকা লুটপাটের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাখে নানা অনিয়মের খবরও উঠে আসছে। গত দুই দিন মেহেরপুর প্রতিদিনে “শিক্ষক নিয়োগের কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ” ও “অন্যের জমিতে গেইট ও প্রাচির নির্মাণ’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। কলেজটিতে সরেজমিনে গিয়ে জানা যায় জাহিদুজ্জামান নামের এক অসুস্থ স্টাফের এমপিও না করিয়ে সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হকের ভাগ্নে পিংকি আক্তারের এমপি করা হয়েছে। যা রীতিমত জাহিদুজ্জামানের সাথে প্রতারণার শামিল। একই সঙ্গে মানবেতর জীবন পার করছে জাহিদুজ্জামান।

সরেজমিন ও বিভিন্ন অভিযোগের মাধ্যমে জানা গেছে, ২০২১ সালে কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফার মৃত্যুর পর থেকে অনিয়ম আর দুর্নীতি ভরে গেছে কলেজটিতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতির মন মত চালানো হয়েছে কলেজটিকে। গোলাম মোস্তফার মৃত্যুর পর আওয়ামী দলীয় প্রভাষক মাসুম উল হক মিন্টুকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেন তৎকালীন সভাপতি বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম। ৫ জন সিনিয়র শিক্ষককে বাদ দিয়ে ৬ নম্বর সিনিয়র শিক্ষক মাসুম উল হককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর পর থেকে শুরু হয় নানা দুর্নীতি ও অনিয়ম।

মো: জাহিদুজ্জামান ২০১০ সালে কলেজটিতে অফিস সহকারী পদে যোগ দেন। জৌষ্ঠতা অনুযায়ী তার এমপিও প্রাপ্য হলেও অদ্যবধি তার এমপিও করা হয়নি। ২০২১ সালে তার স্থলে সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক তার ভাগ্নে পিংকি আক্তারের কাছে থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়ে তার এমপিও করান। এমপিও থেকে বঞ্চিত হয় জাহিদুজ্জমান। জাহিদুজ্জামান শারিরিক প্রতিবন্ধী হলেও এখনো জীবিকার প্রয়োজনে নিয়মিত কলেজে হাজিরা দেন এবং সকল কাজ করেন। কিন্তু তার অসহায়ত্বেও মন কাঁদেনি সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষর।

এ প্রতিবেদকের সাথে কথা বলতে গিয়ে জাহিদুজ্জামান অঝোঁরে কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, একটি জমি বিক্রি করে দেড় লাখ টাকা কলেজে যোগ

দিয়েছিলাম। কিন্তু ১৪ বছর পার হলেও এখনো আমার এমপিও হলো না। সাবেক অধ্যক্ষ স্যার আমার কাগজ জমা না দিয়ে তার ভাগ্নের কাগজ জমা দিয়ে তার বেতন করিয়ে দিয়েছেন। আমাকে সাবেক সভাপতি দুই শহিদুল ইসলাম বলেছিলেন, দুই লাখ টাকা নিয়ে কলেজ থেকে চলে যেতে। আমি যাইনি। আমি বলেছি আমার টাকা লাগবে না, বেতন চাই।

জাহিদুজ্জামানের দুই সহকর্মী মর্জিনা খাতুন ও কামাল হোসেন বলেন, সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জাহিদুজ্জামানের সাথে অন্যায় করেছেন। আমরা একসঙ্গে কলেজে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করি। অথচ তার এমপিও করা হয়নি। আমরা তার এমপিও দাবী জানাচ্ছি। তারা আরও বলেন, জাহিদুজ্জামান খুবই অসহায় মানুষ। বেতন না পেয়ে তাকে মানবেতর জীবন কাটাতে হচ্ছে।

এনিয়ে ২০২২ সালে জাহিদুজ্জামান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে লিখিত আবেদন করেও কোন ফলাফল পাননি।

কলেজের একাধিক শিক্ষক মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানিয়েছেন, সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক জাহিদের সাথে প্রতারণা করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলেই জাহিদের এমপিও করাতে পারতেন। কিন্তু মোটা অংকের বিনিময়ে তিনি সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলামের সাথে আতাত করে পিংকি আক্তারের এমপিও করেছেন।

সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক বলেন, অফিস সহকারী জাহিদুজ্জামানের বিষয়ে তিনি বলেন, জাহিদুজ্জামান ডিগ্রি শাখার জন্য নিয়োগ পেয়েছিলেন। আর তার পরিবর্তে পিংকি আক্তারকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শাখায়। পরিপত্রে কম্পিউটারের সনদ থাকার নির্দেশনা থাকায় পিংকি আক্তারের এমপিও করানো হয়েছে।

বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম বলেন, সাবেক অধ্যক্ষ তার ভাগ্নের বেতন করে দেওয়ায় জাহিদুজ্জামানের টা করেননি। জাহিদুজ্জামানের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। আমরা জাহিদুজ্জামানের বেতনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গাংনী উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক চপল বিশ্বাস মারা গেছেন

গাংনী উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট রড সিমেন্ট ব্যবসায়ী মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস (৪৬) স্ট্রোকজনিত কারনে কুষ্টিয়া হার্ট এন্ড জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রজিউন।

চপল বিশ্বাসের স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে, ভাই-বোন,আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছে। চপল বিশ্বাসের বড় ভাই বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আওয়াল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ রাত ৮ টার দিকে হঠাৎ বুকে ব্যাথা অনুভব করলে তাঁকে দ্রুত কুষ্টিয়া মান্নান হার্ট এন্ড জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে। চপল বিশ্বাস গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের মৃত আব্দুল বারীর ছেলে ও বিশিষ্ট রড সিমেন্ট ব্যবসায়ী। তবে, কখন তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে এখনো নির্ধাারিত হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার বামন্দী কেন্দ্রীয় গোরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হবে বলে পারিবারিকভাবে জানা গেছে।

এদিকে চপল বিশ্বাসের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

এই রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মোরাদ আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দও শোক জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস এলাকার জনপ্রিয় একজন রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সেবক ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক ও ধমীয় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করতেন। এছাড়া অসহায় নির্যাতিত

ও নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিতেন।

বিগত আওয়ামীলীগের শাসন আমলে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা হয়েছে। সেসব মামলায় একাধিকবার কারাবরণ করেছেন।